



165408 - জনকৈ খ্রিস্টিানে উত্থাপতি সংশয়: তার দাবী হচ্ছে যে, কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা “ইসলাম ধর্ম গ্রহণরে ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নহে” এ আয়াতরে সাথে সাংঘর্ষিক

প্রশ্ন

জনকৈ খ্রিস্টিানে আমার কাছে এ প্রশ্নটি উত্থাপন করছে। আমি এই প্রশ্নটির জবাব চাই; যাতে করে তাকে পাঠাতে পারি।  
সে বললে: কুরআনের সূরা বাক্বারাতে আছে: “ইসলাম ধর্ম গ্রহণরে ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নহে”। এরপর আমরা কুরআনের অন্যান্য স্থানে পাই যে, কুরআন মুশরকিদরেকে হত্যা করার প্রতি মুসলিমদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে। “মুশরকিদরেকে যখনে পাও সখনে হত্যা কর”। এ আয়াত ছাড়াও অন্যান্য অনেকে আয়াতে বধির্মীদেরকে হত্যা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এটি কি সবারিোধিতা নয়?!!

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদু লিল্লাহ; ইসলাম ধর্ম গ্রহণরে ব্যাপারে জোর-জবরদস্তিকে নাকচ করা এবং মুশরকিদরে সাথে লড়াই করার নরিদশে দয়োর মধ্যে কোনে সবারিোধিতা নহে। মুশরকিদরে বরিুদ্ধে লড়াই করার নরিদশে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে প্রবশে করতে জবরদস্তি করার উদ্দেশ্য নয়। যদি তাই হত তাহলে ইহুদী, খ্রিস্টিানে ও অন্যান্যদেরকে ইসলাম ধর্মে প্রবশে জবরদস্তি করা হত; যখন তাদের উপর ইসলাম বজিযী হয়েছে এবং তারা শাসকরে আনুগত্য মনে নিয়েছে। ইসলামরে ইতিহাস সম্পর্কে যার ছটিফেটোও জানা রয়েছে এমন প্রত্যকে ব্যক্তি জানে যে, এটি ঘটনে। কেবেল ইহুদী-খ্রিস্টিানরে ইসলামী রাষ্ট্ররে শাসকরে অধীনে বসবাস করেছে এবং তারা সেই রাষ্ট্ররে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছে।

আয়াতে কিতাল (লড়াই) দ্বারা উদ্দেশ্য দুটো বিষয়:

এক: যারা মুসলমান রাষ্ট্ররে উপর হামলা করতে চায়, মুসলমানদের দেশে কুফর ও কাফরেদের আধিপত্য বস্তিার করতে চায় তাদের বরিুদ্ধে লড়াই করা। এটি ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে প্রতিক্ষামূলক লড়াই। এ লড়াই প্রত্যকে দেশেই রয়েছে ইতিহাস যার সাক্ষী; সেই দেশরে ধর্ম যটোই হোক না কেনে। এটা যদি না হত তাহলে কোনে রাষ্ট্র থাকত না, কোনে সুলতানেও থাকত না।

দুই: সেই ব্যক্তির বরিুদ্ধে লড়াই করা; যাই ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর ধর্ম থেকে প্রতবিন্ধকতা তরী করে এবং মুসলিমদেরকে তাদের প্রভুর ধর্মে দিকে ডাকতে না দিয়ে, ইসলামরে নূর প্রচার করতে না দিয়ে; যাতে করে হদোয়তে সন্ধানী



তা দেখতে পারে এবং অমুসলিমদেরকে এই ধর্ম সম্পর্কে জানতে না দিয়ে। এটাকে বলে আক্রমণাত্মক জহাদ। এই উভয় জহাদই ইসলামী শরিয়তে অনুমোদিত।

ইবনুল আরাবী আল-মালকে (রহঃ) বলেন: আল্লাহর বাণী: **فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ** (হত্যা কর)[সূরা তাওবা, আয়াত: ৫] সকল মুশরিকদের ক্বতেরে আম (সামগ্রিক)। তবে সুন্নাহ এর পূর্বে যাদেরকে কথা আলোচনা হয়েছে তাদেরকে এই সামগ্রিকতা থেকে বশিষেতি করেছে। যমেন- নারী, শিশু, পুরোহিত, সাধারণ মানুষ; ইতিপূর্বে যা আলোচনা হয়েছে তার আলোকে। সুতরাং মুশরিক শব্দে আওয়াজ থেকে গলে: যোদ্ধা ও যো যুদ্ধেরে জন্য ও নরিয়াতন করার জন্য প্ৰস্তুত। এভাবে স্পষ্ট হয়ে গলে যে, আয়াতেরে উদ্দেশ্য হচ্ছে: ‘সহে সব মুশরিকদেরকে হত্যা কর যারা তোমাদেরে বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর’।”[আহকামুল কুরআন (৪/১৭৭) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “আমি মানুষেরে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদর্শিত হয়েছি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দিয়ে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়মে করে ও যাকাত প্ৰদান করে।” — এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যোদ্ধাদেরে বিরুদ্ধে লড়াই করা; যাদেরে বিরুদ্ধে আল্লাহ লড়াই করার অনুমতি দিয়েছেন। সন্ধবিদ্ধদেরকে এখানে উদ্দেশ্য করা হয়নি; যাদের সাথে কৃত সন্ধি আল্লাহ পূরণ করার নরিশে দিয়েছেন।[মাজমুউল ফাতাওয়া (২০/১৯) থেকে সমাপ্ত]

তনি আরও বলেন: লড়াই হবে তাদের সাথে যারা আমরা আল্লাহর ধর্মকে বজি়ী করতে চাইলে আমাদেরে বিরুদ্ধে লড়াই করে। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “আর যারা তোমাদেরে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদেরে বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কনিতু সীমালংঘন করো না। নশিচয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসনে না।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৯০][মাজমুউল ফাতাওয়া (২৮/৩৫৪)]

এর পক্ষেরে আরও প্ৰমাণ বহন করে যা বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন সনৈয়দলেরে উপর কথিবা অভয়ানেরে উপর কাউকে আমীর বানাতনে তখন তনিতাকে তাকওয়া অবলম্বন করার এবং তার সাথে থাকা মুসলিমদেরে কল্যাণেরে ব্যাপারে সবশিষে উপদেশে দতিনে। এরপর তনি বলতনে:... যখন তুমি তোমার শত্রু মুশরিকদেরে মুখোমুখি হবে তখন তুমি তাদেরকে তনিটি বিষয়েরে দকি আহ্বান কর; এগুলোর মধ্যে যটোতি তারা সাড়া দিয়ে তাদেরে কাছ থেকে সটেই গ্রহণ কর এবং তাদের সাথে লড়াই পরহির কর। তাদেরকে ইসলামেরে দাওয়াত দবি; যদি তারা সাড়া দিয়ে তাহলে সটেই গ্রহণ করবে এবং তাদের সাথে লড়াই পরহির করবে। এরপর তাদেরকে তাদেরে দেশেত্যাগেরে আহ্বান করবে। যদি তারা অস্বীকৃত জানায় তাহলে তাদেরকে জয়িয়া দতি বলবে। যদি তারা এতে সাড়া দিয়ে তাহলে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের সাথে লড়াই করা থেকে বরিত থাকবে। আর যদি তারা এতেও অস্বীকৃত জানায় তাহলে আল্লাহর সাহায্য চয়ে তাদেরে বিরুদ্ধে লড়াই-এ নমে যাও।[সহি মুসলিম (১৭৩১)]



ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বুরাইদা (রাঃ) এর হাদিসেরে শিক্ষাগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: এর মধ্যে রয়েছে: জযিয়া  
প্রত্যকে কাফরে থেকে গ্রহণ করা হবে। এটি হাদিসটির সরাসরি বাহ্যিকি মর্ম। এর থেকে কোন কাফরেকে বাদ দয়া হয়নি।  
এবং এমনটি বিলাও যাবে না যে, এটি আহলে কতিবদরে জন্য খাস। কোননা হাদিসেরে ভাষ্য আহলে কতিবদরে জন্য খাস করাকে  
নাকচ করে। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে অভয়ানগুলো ও তাঁর অধিকাংশ সনোদল ছিল মূর্তপূজারী  
আরবদেরে বরুদখে। এ কথাও বলা সঠিকি নয় যে, কুরআনে কারীম প্রমাণ করছে যে, এটি আহলে কতিবদরে জন্য খাস। কোননা  
আল্লাহ্ তাআলা আহলে কতিবদরে বরুদখে লড়াই করার নরিদশে দয়িছেনে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা জযিয়া প্রদান করে।  
সুতরাং আহলে কতিবদরে থেকে জযিয়া নয়ো হবে কুরআনেরে দললিরে ভিত্তিতে। আর সাধারণ সব কাফরেরে থেকে জযিয়া  
গ্রহণ করা হবে সুন্নাহর দললিরে ভিত্তিতে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাজুসদেরে কাছ থেকেই জযিয়া নয়িছেনে।  
তারা হচ্ছে অগ্নি উপাসক। তাদেরে মাঝে ও মূর্তপূজকদেরে মাঝে কোন তফাৎ নাই।[আহকামু আহললি যম্মিমা (১/৮৯)]

এটি স্পষ্ট বিষয় যে, যে ব্যক্তিকে তার ধর্মে অটল থাকার স্বীকৃতি দয়া হয়েছে ও তার থেকে জযিয়া নয়ো; সেই ব্যক্তির  
বরুদখে লড়াই করার কথা তাকে ইসলাম ধর্মে প্রবেশে করতে বাধ্য করার আদশে দয়া হয়নি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।